BANGLADESH BUREAU OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICS
FREE FORMAT FROM PARAMETERS
1. PROGRAM
2. PROGRAMMER
3. SYSTEM
4. DATE
SHEET — OF — SHEETS

দৈনিক খবর

তারিখ 18 APR 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সার্টিফিকেটের মান নির্ধারণে নতুন নির্দেশ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র

● আলতাফ মাহমুদ ●

শিক্ষা সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীর মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নতুন এক আদেশ জারি করেছেন যা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধার সম্মুখীন করবে। এবং এতে আগামীতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটা বড় ধরনের অব্যবস্থার জন্ম দেবে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এর ফলে দেশের প্রায় ১০ লাখ শিক্ষিত বেকার উপায়হীন

২–এর পাতা ৬ষ্ঠ কঃ দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েপড়বে

সরকার সম্প্রতি সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীর সমমান খুঁজতে গিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত বলে সরকারী চাকরিতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল সার্টিফিকেটের সমমান নির্ধারণ করা হয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীকে। এতে স্বীকৃত ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে বলে সরকারী মহলের একটা অংশও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবে আর পাড়ায়-মহল্লায় রাতারাতি গজিয়ে উঠবে কারিগরি প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়- যেখান থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় সার্টিফিকেট/ ডিগ্রী নিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে নিম্নগামী করে দেবে। এতে স্কুল থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সার্টিফিকেট/ ডিগ্রী গ্রহণের আগ্রহ কমে যাবে। আর ভবিষ্যতে প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে- স্থবির হয়ে পড়বে। এর পাশাপাশি সরকারী পর্যায় থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার হাল একই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

অতি সম্প্রতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এ ধরনের একটি সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়, সরকার স্বীকৃত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী দেয়া হয় সাধারণতঃ নিয়োগ বিধিতে তার উল্লেখ থাকে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীর ন্যায় অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী বা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ইত্যাদির সমমানের হলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, যা নিয়োগবিধিতে উল্লেখ না থাকলেও আপনা-আপনি প্রযোজ্য হবে কি-না। এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে- সরকার বিষয়টি পরীক্ষান্তে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী, যা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ইত্যাদির সমমানের বলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, তা নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ না থাকলেও আপনা-আপনি প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে যাতে আলোচ্য বিষয়টি কোন সমস্যার সৃষ্টি না করে সেজন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের সময়, বিনিয়োগ বিধির যোগ্যতার কলামে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীর পাশাপাশি সমমানের সার্টিফিকেট/ ডিগ্রীর উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়গুলোতে পাঠানো সরকারী নির্দেশনামায় শিক্ষার সমমান কিভাবে নির্ধারিত হবে তার উল্লেখ নেই। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে যে নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করে তেমন জবাব পাওয়া যায়নি।

মহলটির ধারণা, বিদেশে লেখাপড়া করে দেশে ফিরে যারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবসা হিসেবে দেখতে চাইবে, এ ব্যবস্থায় তাদেরই সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এতে সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট/ ডিগ্রী আর কেবল ব্যবসার লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট/ডিগ্রী প্রদান করবে তা সমপর্যায়ের হয়ে উঠতে পারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এই উদ্যোগ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে বলে অনেকের ধারণা।